গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়

প্রতিবন্ধী ও এতিম বিষয়ক শাখা।

প্রতিবন্ধিতা সম্পর্কিত সমন্বিত বিশেষ শিক্ষা নীতিমালা, ২০০৯

জানুয়ারি, ২০১০

প্রতিবন্ধিতা সম্পর্কিত সমন্বিত বিশেষ শিক্ষা নীতিমালা, ২০০৯

পটভূমিঃ পৃথিবীর অন্যান্য কল্যাণ রাষ্ট্রের ন্যায় বাংলাদেশ সরকারও সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী সুদৃঢ়করণের লক্ষ্যে দেশের দুঃস্থ, অবহেলিত, পশ্চাৎপদ, দরিদ্র, এতিম, প্রতিবন্ধী এবং অনগ্রসর মানুষের কল্যাণ ও উন্নয়নের ক্ষেত্রে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে ব্যাপক ও বহুমুখী কর্মসূচী বাস্তবায়ন করছে।

অনগ্রসর অংশ হিসেবে বাংলাদেশ সরকার প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করছে। বাংলাদেশের সংবিধানের ১৫ অনুচ্ছেদে সকল নাগরিকের শিক্ষা লাভের অধিকারের কথা বলা হয়েছে। এছাড়া ১৭, ২০ এবং ২৯ অনুচ্ছেদে অন্যান্যের সাথে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সমসুযোগ ও অধিকার প্রদান করা হয়েছে। বাংলাদেশে প্রতিবন্ধীদের অধিকার ও মর্যাদা সুরক্ষা এবং সার্বিক কল্যাণ নিশ্চিত করণের নিমিত্তে বাংলাদেশ প্রতিবন্ধী কল্যাণ আইন, ২০০১ এর ৯(গ) ধারায় প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের পুনর্বাসন, কর্মসংস্থান, প্রশিক্ষণসহ সার্বিক অবস্থার উন্নয়ন নিশ্চিতকরণের প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা গ্রহণের বিধান এবং তফসিল 'খ' অংশে প্রতিবন্ধীগণের শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ে নির্দেশনা রয়েছে। দেশের বিভিন্ন এলাকায় সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে বিভিন্ন ধরনের প্রতিবন্ধীদের কল্যাণে বিভিন্ন ধরনের বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। বর্তমানে প্রাথমিকভাবে প্রতিটি জেলায় ১টি করে ৬৪টি জেলায় ৬৪টি অটিস্টিক ও বুদ্ধি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সাধারণ স্কুলে যাওয়ার উপযোগী করে তোলার লক্ষ্যে সরকারি বিশেষ শিক্ষা স্কুল স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে। বিশেষ শিক্ষা কেন্দ্রীয় এবং বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠানসমূহের সুষ্ঠু পরিচালনা এবং একটি সুষম কারিকুলাম প্রণয়ন জরুরী হয়ে পড়েছে। তাই বিশেষ শিক্ষা কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান এবং বিশেষ শিক্ষা বিদ্যালয়সমূহ সুষ্ঠু পরিচালনা, উপযুক্ত জনবল কাঠামো, সুষম কারিকুলাম প্রণয়ন, শিক্ষক/কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন স্কেল প্রদান, অনুদান প্রদান ও সুষ্ঠুভাবে বন্টনের বিষয়ে সরকার নিম্নরূপ নীতিমালা প্রণয়ন করলেনঃ-

শিরোনাম ঃ এ নীতিমালা "প্রতিবন্ধিতা সম্পর্কিত সমন্বিত বিশেষ শিক্ষা নীতিমালা, ২০০৯" নামে অভিহিত হবে।

২. **নীতিমালার প্রয়োগ ঃ**

২.১. সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় বা সরকার কর্তৃক অনুমোদিত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক স্বীকৃত বিদ্যালয়সমূহের জন্য এ নীতিমালা প্রযোজ্য হবে।

২.১.১. বর্তমানে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে থোক বরাদ্দ মঞ্জুরীকৃত সুইড বাংলাদেশ কর্তৃক পরিচালিত বিদ্যালয় এবং তাদের নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রতিষ্ঠিত ন্যাশনাল ইনিস্টিটিউট ফর দ্যা ইনটেলেকচুয়ালী ডিসএ্যাবল্ড (এনআইআইডি) এর কর্মকর্তা কর্মচারী, বাংলাদেশ প্রতিবন্ধী ফাউন্ডেশন কর্তৃক পরিচালিত বিশেষ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং সরকার কর্তৃক স্বীকৃত প্রতিবন্ধিতা বিষয়ক বিদ্যালয়সমূহের ক্ষেত্রে এ নীতিমালা প্রযোজ্য হবে।

২.২. উপরে বর্ণিত বিশেষ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ব্যতীত কোন বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এ নীতিমালার অন্তর্ভুক্ত হবেনা। তাঁদের জন্য স্ব স্ব কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত নীতিমালা প্রযোজ্য হবে।

৩. **সংজ্ঞা ঃ** বিষয় বা প্রসংগের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকলে, এ নীতিমালায়-

(১) "নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ" অর্থ জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন বা তৎকর্তৃক অনুমোদিত কোন সংস্থা।

(২) "প্রতিবন্ধী" অর্থ **তফসিল-'ক'** এ উল্লেখিত প্রতিবন্ধী। এছাড়া অটিজমে আক্রান্ত শিশু ও ব্যক্তি এবং বুদ্ধি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণও এর অন্তর্ভুক্ত হবে।

(৩) "ফাউন্ডেশন" অর্থ জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন।

(৪) "বিশেষ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান" অর্থ শ্রবণ ও বাক্ প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়, দৃষ্টি প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়, অটিস্টিক ও বুদ্ধি প্রতিবন্ধীদের জন্য প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়।

(৫) "বেতন স্কেল" অর্থ সরকার কর্তৃক সময়ে সময়ে অনুমোদিত বেতন স্কেল।

(৬) "ব্যবস্থাপনা কমিটি" অর্থ এ নীতিমালায় গঠিত ব্যবস্থাপনা কমিটি।

(৭) "ব্যবস্থাপনা পরিচালক" অর্থ জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক।

(৮) "মহাপরিচালক" অর্থ সমাজসেবা অধিদফতরের মহাপরিচালক।

(৯) "সুইড বাংলাদেশ" অর্থ সোসাইটি ফর দি ওয়েলফেয়ার অব দ্যা ইনটেলেকচুয়ালী ডিসএ্যাবল্ড, বাংলাদেশ।

(১০) "স্বীকৃতি" অর্থ সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক বিশেষ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে ঘোষণা/আদেশ জারী।

৪. **বেতন ভাতা প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ ঃ** এ নীতিমালার অধীনে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, তাঁর কর্তৃক ক্ষমতা প্রাপ্ত কোন সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান বেতন-ভাতা প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ বলে বিবেচিত হবে এবং এ নীতিমালার অধীনে পরিচালিত বিদ্যালয়সমূহের শিক্ষক-কর্মচারী ও নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠান এনআইআইডি এর কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ-কে শতভাগ (১০০%) বেতন-ভাতা প্রদান করা হবে।

৫. বেতন -ভাতা প্রাপ্তির আবশ্যকীয় শর্তাবলী ঃ

৫.১. **নিবন্ধন ঃ** যে সংস্থা কর্তৃক বিশেষ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি পরিচালিত হবে সে সংস্থাটি অবশ্যই সমাজসেবা অধিদফতর অথবা বিশেষ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন কর্তৃক রেজিস্ট্রেশন প্রাপ্ত হতে হবে।

৫.২. **নিয়োগ, যোগ্যতা ও জনবল কাঠামো ঃ** বেসরকারি বুদ্ধি ও অটিস্টিক, শ্রবণ ও বাক্ এবং দৃষ্টি প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়সমূহে কর্মরত শিক্ষক ও কর্মচারীকে অবশ্যই নির্ধারিত জনবল কাঠামো, যোগ্যতা এবং নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের নিয়োগ বিধি ও পদ্ধতি মোতাবেক নিয়োগ প্রাপ্ত হতে হবে।

৫.৩. **ছাত্র/ছাত্রীর সংখ্যা ঃ** প্রত্যেক বুদ্ধি ও অটিস্টিক, শ্রবণ ও বাক্ এবং দৃষ্টি প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়ে অবশ্যই কমপক্ষে ২০ জন সংশ্লিষ্ট প্রতিবন্ধী ছাত্র/ছাত্রী থাকতে হবে। তবে হাওর-বাওড়, চরাঞ্চল, পশ্চাৎপদ এলাকা ও পার্বত্য জেলাসমূহের জন্য স্ব স্ব বিদ্যালয়ে ন্যূনতম ১০ জন পর্যন্ত ছাত্র/ছাত্রী থাকতে হবে।

৫.৪. **শিক্ষক-শিক্ষার্থীর অনুপাত ঃ** প্রত্যেক বুদ্ধি বা শ্রবণ ও বাক্ এবং দৃষ্টি প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়ে অবশ্যই শিক্ষক-শিক্ষার্থীর অনুপাত হবে ১ঃ৭। শিক্ষা সহকারী-শিক্ষার্থী অনুপাত হবে ১ঃ২০। প্রত্যেক বিদ্যালয়ে একজন অফিস সহকারী-কাম-হিসাব রক্ষক এবং একজন নৈশ প্রহরী থাকবে। এর বাইরে কোন শিক্ষক-কর্মচারী প্রয়োজন হলে স্কুল কর্তৃপক্ষের নিজস্ব অর্থায়নে রাখতে হবে।

৫.৫. **স্বীকৃতি ঃ** বিশেষ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় বা তদ্‌কর্তৃক ক্ষমতা প্রাপ্ত জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন কর্তৃক স্বীকৃত হতে হবে।

৫.৬. **শিক্ষক-কর্মকর্তা/কর্মচারীদের নিয়োগের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত বিধানসমূহ প্রযোজ্য হবে ঃ**

(ক) সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারীকৃত পরিপত্র মোতাবেক শিক্ষক কর্মচারী নিয়োগ কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে।

(খ) বিশেষ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এর শিক্ষক এবং প্রফেশনালগণের চাকুরীর সর্বোচ্চ বয়সসীমা ৬০(ষাট) বছর হবে।

(গ) এ নীতিমালায় উল্লেখিত যোগ্যতা অনুযায়ী শিক্ষক নিয়োগ করা হবে।

(ঘ) এ নীতিমালা জারীর পর বেতন স্কেল প্রাপ্তির ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো প্রযোজ্য হবেঃ—

- এ নীতিমালা জারীর পূর্বে সরকারি অনুদান প্রাপ্ত যে সকল শিক্ষক/কর্মকর্তা/কর্মচারী সুইড বাংলাদেশ এর প্রধান কার্যালয়ে কর্মরত আছেন ও স্কুলের শিক্ষক/কর্মচারীগণ এবং বাংলাদেশ প্রতিবন্ধী ফাউন্ডেশনে কর্মরত আছেন প্রাথমিক পর্যায়ে তাঁরা নীতিমালার আওতায় প্রদত্ত বেতন স্কেলের সুবিধাভোগী হবেন।

- এ নীতিমালা জারীর পর প্রারম্ভিক বেতন নির্ধারণের ক্ষেত্রে প্রতি ৫(পাঁচ) বছর বা অংশ বিশেষের জন্য ১(এক)টি করে ইনক্রিমেন্ট এবং সর্বোচ্চ ৩(তিন)টি ইনক্রিমেন্ট যোগ করা যাবে।
- সরকারি বেতন স্কেল শতভাগ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে বর্ণিত কর্মরত কর্মকর্তা এবং শিক্ষক/কর্মচারীগণ জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশনের আওতাধীনে কর্মরত থাকবেন এবং উক্ত প্রতিষ্ঠানের প্রদত্ত নিয়ম শৃঙ্খলা মেনে চলবেন।
- বেতন ব্যতীত বাড়ীভাড়াসহ অন্যান্য ভাতাদি বেসরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক-কর্মচারীদের ন্যায় প্রাপ্য হবেন।

৫.৭. সমাজসেবা অধিদফতরের আওতাধীন পরিচালিত সরকারের পে-স্কেল প্রাপ্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ যথানিয়মে সরকারের বেতন-ভাতা প্রাপ্ত হবেন।

৬. **বেতন স্কেল ঃ**

৬.১. বিশেষ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের শিক্ষক-কর্মচারীদের কর্মকৃত্তির (Performance) সাথে বেতন ভাতাদি প্রদান সম্পর্কিত হতে হবে। জাতীয় বেতন স্কেলের আওতায় শিক্ষক-কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সরকার কর্তৃক সময় সময়ে অনুমোদিত বেতন স্কেল অনুযায়ী নির্ধারিত হবে।

৬.২. পরবর্তীতে এ বিষয়ে মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রয়োজন অনুসারে পৃথকভাবে নিয়োগ বিধি/পদোন্নতি নীতিমালা প্রণয়ন করা হবে।

৬.৩. সরকারি অংশ প্রাপ্তির জন্য নির্ধারিত ফরম (ফরম-১) এ আবেদন করতে হবে।

৬.৪. সময় সময় সরকার প্রদত্ত অন্য কোন নির্দেশনা থাকলে বিবেচ্য বিদ্যালয়কে তা পালন করতে হবে।

৭. **পাঠ্যক্রম ও সহপাঠ কার্যক্রম ঃ**

৭.১. বুদ্ধি প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জন্য নিম্নবর্ণিত কার্যক্রম চালু থাকিতে হবে ঃ

৭.১.১. ৫-১৫ বছর বয়সীদের দৈনন্দিন নিজ কাজকর্ম (ADL-activities of Daily Living) স্বহস্তে পরিচালনা করিবার দক্ষতা অর্জন বিষয়ক প্রশিক্ষণ, বিশেষ ক্ষেত্রে বয়স সীমা শিথিলযোগ্য;

৭.১.২. শিক্ষার্থীদের শারীরিক প্রতিবন্ধিতা থাকলে ফিজিওথেরাপি, স্পীচথেরাপি ও শরীরচর্চার মাধ্যমে স্বাভাবিক/প্রায় স্বাভাবিক পর্যায়ে আনা;

৭.১.৩. অল্প ও মৃদু মাত্রার বুদ্ধিসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের জন্য প্রাথমিক পর্যায়ের লেখাপড়া, আনুষ্ঠানিক শিক্ষা বা ৫ম শ্রেণীর সমমান পর্যন্ত শিক্ষা কার্যক্রম চালু রাখতে হবে এবং মূল ধারায় শিক্ষা লাভের উপযোগী করতঃ সরকারি প্রাথমিক স্কুলে ভর্তির ব্যবস্থা করতে হবে।

৭.১.৪. শিক্ষার্থীদের স্বনির্ভরতা অর্জনের লক্ষ্যে পিতা-মাতা ও পরিবারের সদস্যদের সম্পৃক্ত করতে হবে।

৭.১.৫. উপরের ১-৪ নং ক্রমিকে বর্ণিত কার্যক্রমের পাশাপাশি ভবিষ্যতের কর্মপরিকল্পনা/বৃত্তি নির্বাচনের জন্য বিভিন্ন শিশু উপযোগী প্রাক-বৃত্তি প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।

৭.১.৬. বিশেষ উপকরণ যেমন বাস্তব জিনিসপত্র মডেল (মাটি, কাঠ, প্লাষ্টিক ইত্যাদির), চার্ট, ক্লিপ চার্ট, গ্লোব, ম্যাপ ইত্যাদি ব্যবহারপূর্বক সহজকৃত পাঠ পরিকল্পনার মাধ্যমে পাঠদান করতে হবে।

৭.১.৭. প্রতিটি বুদ্ধি প্রতিবন্ধী ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য Individual Education Plan (IEP) আলাদাভাবে করতে হবে।

৭.২. শ্রবণ ও বাক্ প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জন্য নিম্নবর্ণিত কার্যক্রম চালু থাকতে হবে ঃ

৭.২.১. ৬ বছর মেয়াদী (প্রি-১-৫ম শ্রেণী) প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরের পাঠ্যক্রম অনুসরণ করিয়া প্রাথমিক শিক্ষা প্রদান।

৭.২.২. শ্রবণ ও বাক্ প্রতিবন্ধীদের জন্য শ্রবণ যন্ত্র ব্যবহারের মাধ্যমে মৌখিক পদ্ধতিতে শিক্ষাদান (Auditory & Oral Teaching Method), ইশারা ভাষা (Sign Language) প্রয়োগ এবং সমন্বিত শিক্ষাদান পদ্ধতিতে (Total Communication) প্রাথমিক শিক্ষাক্রমের পাঠ্যবই অনুসরণ করতে হবে।

৭.২.৩. বিশেষ উপকরণ যেমন-বাস্তব জিনিসপত্র মডেল (মাটি, কাঠ, প্লাষ্টিক ইত্যাদির), চার্ট, ক্লিপ চার্ট, গ্লোব, ম্যাপ ইত্যাদি ব্যবহারপূর্বক সহজকৃত পাঠ পরিকল্পনার মাধ্যমে পাঠদান করতে হবে।

৭.২.৪. শিক্ষার্থীদের স্বনির্ভরতা অর্জনের লক্ষ্যে পিতা-মাতা ও পরিবারের সদস্যদের সম্পৃক্ত করতে হবে।

৭.২.৫. শিশুদের নিজ যত্ন, প্রাথমিক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের সাথে সাথে ভবিষ্যতের কর্মপরিকল্পনা/বৃত্তি নির্বাচনের জন্য বিভিন্ন শিশু উপযোগী প্রাক-বৃত্তি প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।

৭.৩. দৃষ্টি প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জন্য নিম্নবর্ণিত কার্যক্রম চালু থাকতে হবে ঃ

৭.৩.১. শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষা পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যসূচী (প্রাথমিক শিক্ষা) প্রবিধান/নীতিমালার বর্ণনা মোতাবেক ৬ বছর মেয়াদী (প্র-১-৫ম শ্রেণী) পাঠক্রম ও সহপাঠ্যক্রম কার্যক্রম চালু থাকতে হবে।

৭.৩.২. Talk and touch পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবেঃ

(ক) বাংলা, ইংরেজী ও অন্যান্য বিষয়ের জন্য ব্রেইল পদ্ধতি এবং গণিতের জন্য এ্যাবাকাস ও ট্রেইলর ফ্রেম ব্যবহার করতে হবে।

(খ) অডিও ক্যাসেট ও বিশেষ করে বিজ্ঞান ও ভূগোলের ক্ষেত্রে রেইস ডায়াগ্রাম ব্যবহারের সুযোগ থাকতে হবে।

৭.৩.৩. ADL (Activities of Daily Living) প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা থাকতে হবে।

৭.৩.৪. শিক্ষার্থীদের স্বনির্ভরতা অর্জনের লক্ষ্যে পিতা-মাতা ও পরিবারের সদস্যদের সম্পৃক্ত করতে হবে।

৭.৩.৫. শিশুদের নিজ যত্ন, প্রাথমিক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের সাথে সাথে ভবিষ্যতের কর্মপরিকল্পনা/বৃত্তি নির্বাচনের জন্য বিভিন্ন শিশু উপযোগী প্রাক-বৃত্তি প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।

৭.৪. **অটিস্টিক শিশু কিশোরদের জন্য নিম্নবর্ণিত শিক্ষা কার্যক্রম চালু থাকতে হবে ;**

৭.৪.১. বিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম।

৭.৪.১.১. ছাত্র/ছাত্রীদের বয়স ৩-১৫ বছর ; ক্ষেত্র বিশেষে বয়সসীমা শিথিল যোগ্য।

৭.৪.১.২. অটিস্টিক ছাত্র/ছাত্রীদের শ্রেণীকক্ষ অবশ্যই সুসংগঠিত হতে হবে যথা-আসবাবপত্রের সুষম বিন্যাস।

৭.৪.১.৩. আগ্রহী কর্মঠ এবং অটিজম বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত শিক্ষক থাকতে হবে।

৭.৪.১.৪. শিক্ষা ও প্রশিক্ষণে প্রচুর শিক্ষণ উপকরণ যথা শিক্ষণ খেলনা, ছবির ফ্লাশ কার্ড, বই ইত্যাদি।

৭.৪.১.৫. শ্রেণীকক্ষে ছাত্র শিক্ষকের আনুপাতিক হার ২ঃ১।

৭.৪.১.৬. প্রত্যেকটি অটিস্টিক ছাত্র/ছাত্রীর জন্য আলাদা করে কার্যক্রম (Individualized Education plan. সংক্ষেপে IEP)

৭.৪.১.৭. প্রত্যেকটি শিশুর কার্যক্রমে অবশ্যই তার যোগাযোগ, সামাজিকতা, লেখাপড়া, খেলাধুলার উন্নতির লক্ষ্যে স্বল্পমেয়াদী ও দীর্ঘ মেয়াদী কার্যক্রম থাকবে।

৭.৪.১.৮. প্রত্যেকটি অটিস্টিক ছাত্র/ছাত্রীর প্রশিক্ষণে থাকিবে দৈনন্দিন কার্যক্রম স্বহস্তে পরিচালনা করার দক্ষতা বিষয়ক প্রশিক্ষণ।

৭.৪.১.৯. অত্যন্ত প্রতিভাবান ছাত্র/ছাত্রীদের জন্য স্ব স্ব বিষয়ে বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা যথা গান, ছবি আঁকা, কম্পিউটার ও লেখাপড়া।

৭.৪.১.১০. মৃদু অটিস্টিক/যে সকল অটিস্টিক ছাত্র/ছাত্রী লেখাপড়ায় বিশেষ দক্ষ, তাদের অন্যান্য শিক্ষা কার্যক্রমের পাশাপাশি প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম চালু রাখা এবং পর্যায়ক্রমে ছাত্র/ছাত্রীকে সাধারণ বিদ্যালয়ে প্রেরণ করা।

৭.৪.১.১১. শিক্ষা কার্যক্রমে অবশ্যই অভিভাবকদের সম্পৃক্ত করতে হবে।

৭.৪.১.১২. ১০ বছরের অধিক অটিস্টিক ছাত্র/ছাত্রীর জন্য ভকেশনাল ক্লাশের ব্যবস্থা রাখা।

৭.৪.১.১৩. ছাত্র/ছাত্রীদের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের সাথে সাথে ভবিষ্যতের কর্মপরিকল্পনা/বৃত্তি নির্বাচনের জন্যে বিভিন্ন শিশু উপযোগী প্রাক-বৃত্তি প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।

৭.৪.১.১৪. যে সকল অটিস্টিক শিশুর আনুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম আছে তাদের জন্য প্রয়োজনবোধে বিষয় ভিত্তিক সিলেবাস শিথিল করা।

৭.৪.১.১৫. সকল শিক্ষার্থীদের জন্য স্পীচ থেরাপিস্ট ও অকুপেশনাল থেরাপিস্ট এর ব্যবস্থা রাখা।

৭.৪.১.১৬. প্রতি মাসে একবার হাতে কলমে প্রশিক্ষণের জন্য শিক্ষা সফরের ব্যবস্থা রাখা।

৮. **বিদ্যালয় পরীক্ষার ফলাফল ঃ**

৮.১ বুদ্ধি প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়কে নিম্নোক্ত ন্যূনতম ফলাফল অর্জন করতে হবেঃ

৮.১.১. শিক্ষার্থীগণ সাধারণ Life Skills (activities of daily living) আয়ত্ব করিতে পারিবে। যেমন নিজহাতে কাপড়চোপড় পরিধান করিতে পারা, গোছল করা, চুল আচড়ানো, খাওয়া এবং খেলধুলা ও ছবি আঁকতে পারা; নির্দিষ্ট কিছু গান কবিতা শিখতে পারা; শিক্ষার্থীগণ ভাষা শিক্ষা অর্থাৎ বাংলা, ইংরেজী পড়তে ও লিখতে পারা এবং অংক ও পরিবেশ বিষয়ে অর্থাৎ নিজ পরিবার ও সমাজ সম্পর্কে সাধারণ জ্ঞান অর্জন করা;

৮.১.২. সকল শিক্ষার্থীদের ফিজিওথেরাপি, স্পীচথেরাপি ও শরীরচর্চার মাধ্যমে স্বাভাবিক/প্রায় স্বাভাবিক পর্যায়ে আনা;

৮.১.৩. সেলাই, কুটির শিল্প, বই বাধাই, ব্লক বাটিক, হাঁস মুরগী পালন, বাগান করা, গৃহস্থলী কাজ ও হাট বাজার করা ইত্যাদি একাধিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সকল শিক্ষার্থীর দক্ষতা অর্জন করা। মৃদু মাত্রার প্রতিবন্ধীদের দক্ষতা অর্জনের মাধ্যমে কমপক্ষে ৫০% কে সাধারণ প্রাথমিক শিক্ষা স্কুলে ভর্তির ব্যবস্থা করা।

৮.১.৪. বিবেচ্য বিদ্যালয়কে সরকারি অংশের অর্থ প্রাপ্তির পরবর্তী ৬(ছয়) বছরের মধ্যে উপরে বর্ণিত ফলাফলসমূহ অর্জন করতে হবে এবং উক্ত ফলাফল সংরক্ষণ করতে হবে।

৮.২. শ্রবণ ও বাক্ প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়কে নিম্নোক্ত ন্যূনতম ফলাফল অর্জন করতে হবেঃ

৮.২.১. প্রতি শ্রেণীর শিক্ষার্থীর ন্যূনতম ৫০% শিক্ষার্থীকে পরবর্তী ক্লাসে উত্তীর্ণ হতে হবে।

৮.২.২. প্রাইমারী শিক্ষা শেষে ন্যূনতম ৫০% শিক্ষার্থী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি যোগ্যতা অর্জন করতে হবে।

৮.২.৩. শিক্ষার্থীর স্বনির্ভরতার বিষয়ে পিতামাতা/পরিবারের সদস্যদের সম্পৃক্ত করতে হবে।

৮.২.৪. সেলাই, কুটির শিল্প, বই বাঁধাই, ব্লক, হাঁসমুরগী পালন, বাগান করা, গৃহস্থলী কাজ ও হাট বাজার করা ইত্যাদি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের দক্ষতা অর্জন করা

৮.২.৫. বিবেচ্য বিদ্যালয়কে সরকারি অংশের অর্থ প্রাপ্তির পরবর্তী ৬ (ছয়) বছরের মধ্যে উপরে বর্ণিত ফলাফলসমূহ অর্জন করতে হবে এবং উক্ত ফলাফল সংরক্ষণ করতে হবে।

৮.৩. **দৃষ্টি প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়কে নিম্নোক্ত ন্যূনতম ফলাফল অর্জন করতে হবে ঃ**

৮.৩.১. প্রতি শ্রেণীর শিক্ষার্থীর ন্যূনতম ৫০% শিক্ষার্থীকে পরবর্তী ক্লাসে উত্তীর্ণ হতে হবে।

৮.৩.২. প্রাইমারী শিক্ষা শেষে ন্যূনতম ৫০% শিক্ষার্থী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি যোগ্যতা অর্জন করতে হবে।

৮.৩.৩. শিক্ষার্থীগণ সাধারণ Life Skill (Activities of Daily living) আয়ত্ব করিতে পারবে। মবিলিটি শিক্ষক দৈনন্দিন স্বাভাবিক জীবন যাপন আয়ত্ত করার প্রশিক্ষণ দেবেন।

৮.৩.৪. শিক্ষার্থীর স্বনির্ভরতার বিষয়ে পিতামাতা/পরিবারের সদস্যদের সম্পৃক্তকরণ।

৮.৩.৫. সেলাই, কুটির শিল্প, বই বাঁধাই, ব্লক, হাঁসমুরগী পালন, বাগান করা, গৃহস্থলী কাজ ও হাট বাজার করা ইত্যাদি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের দক্ষতা অর্জন করা।

৮.৩.৬. বিবেচ্য বিদ্যালয়কে সরকারি অংশের অর্থ প্রাপ্তির পরবর্তী ৬ (ছয়) বছরের মধ্যে উপরে বর্ণিত ফলাফলসমূহ অর্জন করতে হবে এবং উক্ত ফলাফল সংরক্ষণ করতে হবে।

৮.৪. **অটিস্টিক বিদ্যালয়ের ফলাফল ঃ**

৮.৪.১. প্রত্যেকটি ছাত্র/ছাত্রীর আলাদা কার্যক্রম থাকবে। তাই প্রত্যেকটি ছাত্র/ছাত্রীর প্রত্যেক আঙ্গিকে অর্থাৎ যোগাযোগ, সামাজিকতা, লেখাপড়া, খেলাধুলা, নিজের কাজ নিজে করার ক্ষেত্রে তার জন্য অভিষ্ট দক্ষতা অর্জন করতে হবে।

৮.৪.২. সকল ছাত্র/ছাত্রীর কার্যবিধি লিপিবদ্ধ ও দক্ষতার ফলাফল সংরক্ষণ করতে হবে।

৮.৪.৩. মৃদু এবং দক্ষ অটিস্টিক ছাত্র/ছাত্রীকে ১-২ বছরের ভিতর সাধারণ স্কুলে প্রেরণের কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।

৯. **হিসাব সংরক্ষণ ও আয়-ব্যয় নিরীক্ষা ঃ** ১৯৬১ সনের স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থাসমূহ (রেজিস্ট্রীকরণ ও নিয়ন্ত্রণ) অর্ডিন্যান্স এর অধীনে প্রণীত স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থাসমূহ (রেজিস্ট্রীকরণ ও নিয়ন্ত্রণ) বিধি ১৯৬২ এর ৯ বিধি অনুসরণে প্রতি বছর সরকারি বেতন স্কেল প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের বরাবর আয়-ব্যয় হিসাব এবং বার্ষিক প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে যাহা উক্ত কর্তৃপক্ষ নির্ধারিত পদ্ধতিতে নিরীক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

১০. **ব্যবস্থাপনা কমিটি ঃ** প্রতিটি বিদ্যালয়ে ৩(তিন) বৎসর মেয়াদ কালের জন্য নিম্নবর্ণিত ১১(এগার) সদস্য বিশিষ্ট একটি ম্যানেজিং কমিটি থাকবে এবং এই কমিটির উপর বিদ্যালয় পরিচালনার দায়িত্ব ন্যস্ত থাকবে।

১০.১.	জেলা প্রশাসক বা জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত ব্যক্তি জেলা পর্যায়ে স্কুল/ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা বা তাঁর মনোনীত ব্যক্তি উপজেলা পর্যায়ের স্কুল	সভাপতি
১০.২.	উপ-পরিচালক, সমাজসেবা অধিদফতর জেলা পর্যায়ের স্কুলে/উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা উপজেলা পর্যায়ের স্কুলে	সদস্য
১০.৩.	জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার জেলা পর্যায়ের স্কুলে/উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা উপজেলা পর্যায়ের স্কুলে	সদস্য
১০.৪.	সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের দ্বারা নির্বাচিত একজন শিক্ষক	সদস্য
১০.৫.	বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্য থেকে নির্বাচিত একজন প্রতিষ্ঠাতা	সদস্য
১০.৬.	দাতাবৃন্দের মধ্য থেকে নির্বাচিত একজন	সদস্য
১০.৭.	প্রতিবন্ধীদের জাতীয় নেটওর্য়াকের একজন	সদস্য
১০.৮.	সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মধ্য থেকে দু'জন অভিভাবক	সদস্য
১০.৯.	স্কুল পরিচালনাকারী সংস্থার মনোনীত একজন সদস্য	সদস্য
১০.১০.	প্রধান শিক্ষক/শিক্ষিকা (পদাধিকার বলে)	সদস্য-সচিব

নোট ঃ (ক) যে কেহ বিবেচ্য বিদ্যালয়কে কমপক্ষে ৫০,০০০ (পঞ্চাশ হাজার) টাকা এককালীন অনুদান প্রদান করে বিদ্যালয়ের দাতা সদস্য হিসেবে তালিকাভুক্ত হতে পারবেন;

(খ) বেসরকারী সদস্য পদ প্রতি তিন বৎসর পর পর পরিবর্তিত হবে;

(গ) প্রয়োজনে সর্বোচ্চ ২(দুই) জন সদস্য কো-অপ্ট করা যাবে।

১১. **নতুন বিদ্যালয় স্থাপন, রেজিস্ট্রেশন ও স্বীকৃতি ঃ**

১১.১. বিদ্যালয় স্থাপন করার পূর্বে উদ্যোক্তাগণ এই নীতিমালার শর্তাদি পূরণের নিশ্চিয়তা প্রদানপূর্বক বিদ্যালয় স্থাপন ও চালু করিবার জন্য "স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থাসমূহ (রেজিস্ট্রেশন ও নিয়ন্ত্রণ) বিধি, ১৯৬২" এর নির্ধারিত ফরমে জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশনে পরিদর্শন প্রতিবেদন ও সুপারিশ সহকারে আবেদন করবেন।

১১.২. প্রাপ্ত আবেদন, আনুষঙ্গিক কাগজ, রেকর্ডপত্র ইত্যাদি পর্যালোচনা এবং বিদ্যালয়ের স্থান সরেজমিনে পরিদর্শন প্রতিবেদন প্রাপ্তির তিন মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট নিবন্ধনকারী কর্তৃপক্ষ বিদ্যালয় চালু করিবার প্রাথমিক অনুমতি এবং অস্থায়ী রেজিস্ট্রেশন প্রদান করবেন।

১১.৩. শুধুমাত্র স্বীকৃতি প্রাপ্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান-কে অনুদান দেয়া হবে বিধায় অস্থায়ী রেজিস্ট্রেশন প্রাপ্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অনুদান পাওয়ার যোগ্য হবে না।

১১.৪. বিদ্যালয়ে ছাত্র/ছাত্রী ভর্তির হার, উপস্থিতি ও শিক্ষা কার্যক্রমের অগ্রগতি বিবেচনা করে পরবর্তীতে রেজিস্ট্রেশন স্থায়ী করা হবে।

১১.৫. সুইড-বাংলাদেশ ও বাংলাদেশ প্রতিবন্ধী ফাউন্ডেশন কর্তৃক পরিচালিত যে সমস্ত বুদ্ধি প্রতিবন্ধী বিদ্যালয় ইতোমধ্যে চালু রয়েছে সেগুলি ১২.১. হতে ১২.৬ এর আওতায় পড়বে না। এ সকল বিদ্যালয় নীতিমালার সকল শর্ত পালন করলেই তারা বেতন ভাতা সরকারি অংশ প্রাপ্তির জন্য অন্তর্ভুক্ত হতে পারবে। তবে বুদ্ধি/অটিস্টিক বা শ্রবণ বা দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের জন্য নতুন কোন বেসরকারী বিদ্যালয় স্থাপন করতে চাহিলে তার জন্য নির্ধারিত ফরমে আবেদন পেশ করে অনুমতি নিতে হবে।

১১.৬. নতুন বিদ্যালয় স্থাপন করতে হলে যৌক্তিকতাসহ সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় বরাবরে আবেদন দাখিল করতে হবে। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় বা সরকার কর্তৃক অনুমোদিত কর্তৃপক্ষ সরকারের বিদ্যমান নীতিমালা, নির্দেশনা, বাজেট বরাদ্দ ও বিধি বিধানের আলোকে সরকারি বেতন-ভাতা প্রাপ্তির আবেদন পর্যালোচনান্তে স্বীকৃতি প্রদান করবে এবং অনুমোদিত বিদ্যালয়সমূহ সরকারি বেতন-ভাতার সরকারি অংশ প্রাপ্তির জন্য তালিকাভুক্ত হবে।

১২. **জনবল কাঠামো ও নিয়োগ যোগ্যতা ঃ**

১২.১. বুদ্ধি প্রতিবন্ধী/অটিষ্টিক বিদ্যালয়, শ্রবণ প্রতিবন্ধী বিদ্যালয় ও দৃষ্টি প্রতিবন্ধী বিদ্যালয় এর জনবল কাঠামো ও ন্যূনতম যোগ্যতা এই নীতিমালার তফসিল-'খ' অনুযায়ী হতে হবে।

১২.২. সকল শিক্ষক ও কর্মচারীকে যথাযথ প্রচার করিয়া উন্মুক্ত প্রতিযোগিতার মাধ্যমে অবশ্যই উপর্যুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত নিয়োগ ও চাকুরী বিধি অনুযায়ী নিয়োগ করতে হবে এবং বর্ণিত শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা সম্পন্ন হতে হবে।

১২.৩. যদি কোন বিদ্যালয় এই নীতিমালার উল্লেখিত জনবলের অতিরিক্ত জনবল বা শিক্ষক-কর্মচারী কর্মরত রাখিতে চাহেন তবে নির্ধারিত জনবলের অতিরিক্ত শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতন-ভাতাদি সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে বহন করতে হবে।

১২.৪. কোন অবসর প্রাপ্ত সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারী কোন বিদ্যালয়ে নিয়োগ লাভ করিলে তাঁর পেনশন বাবদ অর্থ বাদ দিয়ে অবশিষ্ট অংশ বেতন ভাতার সরকারি অংশ হিসেবে পাবে।

১২.৫. কোন পদে কর্মরত কোন শিক্ষক/কর্মচারী তাঁহাদের প্রশিক্ষণ/উচ্চতর ডিগ্রী/অভিজ্ঞতার জন্য উচ্চতর স্কেল বা বর্ধিত বেতন পাওয়ার যোগ্য হলে যোগ্যতা অর্জনের পর সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অনুমোদনের তারিখ হতে তাঁর বেতন ভাতাদির সরকারি অংশ প্রাপ্য হবেন।

১২.৬. বেতন ভাতাদির সরকারি অংশ প্রাপ্তির জন্য আবেদনকারী শিক্ষক/কর্মচারী এক সাথে একাধিক চাকুরীতে ও অর্থকরী পেশায় নিয়োজিত থাকতে পারবেন না।

১২.৭. অটিস্টিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক নিয়োগ, যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতার বিষয়ে নিম্নবর্ণিত শর্তাবলী প্রযোজ্য হবে ঃ—

- অটিস্টিক বিদ্যালয়ে নিয়োগের পূর্বে প্রত্যেক শিক্ষককে অবশ্যই অটিজম বিষয়ে ট্রেনিং প্রাপ্ত হতে হবে।
- শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে যাদের মনোবিজ্ঞান বিষয়ে ও বি এস এড ডিগ্রি থাকবে তারা অগ্রাধিকার পাবে।
- অটিস্টিক শিশুদের শিক্ষা কার্যক্রমে অবশ্যই সঙ্গীত এবং শরীরচর্চার ব্যবস্থা থাকতে হবে। তাই বিদ্যালয়ে অবশ্যই একজন সঙ্গীত শিক্ষক এবং একজন শরীরচর্চা শিক্ষক থাকতে হবে।
- শিক্ষকের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার পাশাপাশি Extracurriculum activity জানা থাকলে প্রাধান্য দেওয়া হবে।

১৩. **পদ সমন্বিতকরণ ঃ**

১৩.১. নতুন জনবল ও বেতন কাঠামো জারীর পর বেতন ভাতাদির সরকারী অংশ প্রাপ্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্ট গ্রুপ ও পদবীর বিপরীতে নিয়োজিত শিক্ষক কর্মচারীদের পদায়ন করতে হবে।

১৩.২. নতুন জনবল কাঠামো অনুযায়ী শিক্ষক ও কর্মচারীদের প্রাপ্যতা নির্ধারণের পর বেতন ভাতাদির সরকারি অংশ প্রাপ্ত শিক্ষক ও কর্মচারীর সংখ্যা যদি প্রাপ্যতার অতিরিক্ত হয় তবে অতিরিক্ত পদসমূহ উদ্বৃত্ত পদ বলে পরিগণিত হবে। এ ধরণের উদ্বৃত্ত পদে নিয়োজিত শিক্ষক/কর্মচারীর পদ শূণ্য হলে নতুনভাবে এ পদে আর লোক নিয়োগ করা যাবে না।

১৩.৩. নতুন জনবল কাঠামো অনুযায়ী পদায়নের পর শূণ্য পদ থাকিলে তাতে নতুন নিয়োগের জন্য চাকুরী বিধি এবং বিদ্যমান অন্যান্য বিধি বিধান ও নিয়ম অনুযায়ী নিয়োগ প্রদান করতে হবে।

১৪. **শিক্ষকতার বিষয় নির্ধারণী ঃ**

১৪.১. অটিষ্টিক এবং বুদ্ধি প্রতিবন্ধী বিদ্যালয় ব্যতীত অন্যান্য প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়ে সাপ্তাহিক ন্যূনতম ৪০টি ক্লাস অনুষ্ঠিত হবে। অটিষ্টিক এবং বুদ্ধি প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়গুলোতে সপ্তাহে ৪০ ঘন্টা সময় পর্যন্ত ক্লাস অনুষ্ঠিত হবে।

১৪.২. শিক্ষকদের অবশ্যই ১টি বিষয়ে মৌলিক দক্ষতা থাকতে হবে। যাহাতে অত্র নীতিমালার ৮. (৮.১.—৮.৪) অনুচ্ছেদে পাঠ্যক্রম ও সহপাঠ্যক্রম কার্যক্রম শিক্ষার্থীরা দক্ষতা অর্জন করতে পারে।

১৪.৩. প্রতিটি শিক্ষককে অবশ্যই নির্ধারিত অনুসরণীয় সহপাঠক্রমিক বিষয়ে ন্যূনতম ২টি বিষয়ে দায়িত্ব পালন করতে হবে।

১৫. **শিক্ষক ও কর্মচারীদের বেতন নির্ধারণ।**

১৫.১. বিবেচ্য বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও কর্মচারীদের পদওয়ারী শিক্ষাগত যোগ্যতা অভিজ্ঞতা ও বেতনক্রম অত্র নীতিমালার আলোকে নির্ধারণ করতে হবে।

১৫.২. শিক্ষক ও কর্মচারীদের অভিজ্ঞতা তাঁহাদের বেতন ভাতাদির সরকারি অংশ প্রাপ্তির জন্য তালিকাভুক্তির তারিখ হতে গণনা করা হবে।

১৫.৩. বর্তমানে নিয়োজিত এবং বেতন ভাতাদির সরকারি অংশ প্রাপ্ত কোন শিক্ষক/কর্মচারী উল্লেখিত পদের বিপরীতে বর্ণিত যোগ্যতা সম্পন্ন না হলে বর্তমান নীতিমালায় উল্লেখিত বেতন স্কেল প্রাপ্য হবেন না। তাঁদের একধাপ নীচে বেতন স্কেল নির্ধারণ করতে হবে। তাঁদের এই আদেশ জারীর ৩(তিন) বছরের মধ্যে সংশ্লিষ্ট পদের জন্য নির্ধারিত যোগ্যতা অর্জন করতে হবে।

১৫.৪. যদি কোন শিক্ষক/কর্মচারী অত্র নীতিমালায় বর্ণিত যোগ্যতা নির্ধারিত ৩(তিন) বছরের সময় সীমার মধ্যে অর্জনে ব্যর্থ হন তাহলে তিনি যে স্কেলে বেতন পেতেছিলেন সে স্কেলেই তাঁর বেতন নির্ধারণ করা হবে।

১৬. **শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিবর্তন ঃ**

বেতন ভাতাদির সরকারি অংশপ্রাপ্ত কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে চাকুরীরত অবস্থায় প্রতিষ্ঠান প্রধানের অনুমতিক্রমে কোন শিক্ষক/কর্মচারী অন্য কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সমপদে বা উর্ধ্বতন পদে নিয়োগের জন্য আবেদন করলে তাঁকে বিভাগীয় প্রার্থীরূপে গণ্য করা হবে। এইরূপ প্রার্থী যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত হবেন সে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বেতন ভাতাদির সরকারি অংশ প্রাপ্য হলে পূর্বোক্ত প্রতিষ্ঠানের ছাড়পত্র গ্রহণ এবং অন্যান্য যোগ্যতা পূরণ সাপেক্ষে তিনি সমহারে/ নির্ধারিত হারে নতুন প্রতিষ্ঠানে যোগদানের তারিখ হতে বেতন ভাতাদির সরকারি অংশ প্রাপ্য হবেন। তবে এক প্রতিষ্ঠান হতে চাকুরী ত্যাগ করবার পর অন্য প্রতিষ্ঠানে যোগদানকালীন সময়ের ব্যবধান ৬ মাসের অধিক হলে উক্ত মেয়াদ অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে গণ্য হবে না এবং এ সময়ে বেতন ভাতাদির সরকারি অংশ প্রদান করা হবে না।

১৭. **বেতন ভাতাদির সরকারী অংশ ছাড়করণ পদ্ধতি ঃ-** শতভাগ বেতন ভাতা প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রণীত নিয়ম অনুযায়ী প্রতিটি প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়ের বেতন ভাতাদি প্রদান করা হবে।

১৭.১. শতভাগ বেতন ভাতা প্রাপ্তির জন্য ফরম-১ (সংযোজিত নির্ধারিত ফরম) এ সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র ও তথ্যাদিসহ কর্তৃপক্ষ বরাবর আবেদন করতে হবে।

১৭.২. আবেদন পত্র ব্যবস্থাপনা কমিটির রেজুলিউশন/নিশ্চয়তাপত্র সহ প্রাথমিক পর্যায়ে পরীক্ষান্তে অনুমোদন করে জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ে পাঠাবেন।

১৭.৩. শতভাগ বেতন-ভাতা প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ের নামে accounts payee চেক প্রদান করবেন ও প্রত্যেক বিদ্যালয়ের একাউন্টে শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতন-ভাতা জমা হবে এবং প্রধান শিক্ষক বেতন-ভাতা বা অনুদান চেক এর মাধ্যমে প্রদান করবেন।

১৭.৪. বেতন ভাতাদির সরকারি অংশ বন্টনের অনিয়মের জন্য বিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা কমিটি ও প্রতিষ্ঠান প্রধান দায়ী থাকবেন।

১৮. **কমিটি ঃ**

১৮.১. বেতন-ভাতাদির সরকারি অংশ সম্পর্কিত বিষয়াদির জন্য সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ে উচ্চ পর্যায়ের একটি কমিটি গঠিত হবে ঃ

যুগ্ম-সচিব (উন্নয়ন), সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়	সভাপতি
উপ-সচিব (প্রতিষ্ঠান), সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়	সদস্য
উপ-সচিব (বাজেট), অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়	সদস্য
পরিচালক, মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদফতর, ঢাকা	সদস্য
পরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতর, ঢাকা	সদস্য
পরিচালক (প্রতিষ্ঠান), সমাজসেবা অধিদফতর	সদস্য
পরিচালক (প্রশাসন), জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন	সদস্য
সিঃ সহঃ সচিব/সহঃ সচিব(প্রতিবন্ধী বিষয়ক শাখা),সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়	সদস্য-সচিব

১৮.২. কমিটি সরকারের বিদ্যমান, নীতিমালা নির্দেশনা, বাজেট বরাদ্দ ও বিধিবিধানের আলোকে বেতন ভাতাদি প্রদান সাময়িকভাবে বন্ধ, কর্তন ও বাতিলকরণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিবেন।

১৮.৩. সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সরকার প্রদত্ত অন্য কোন নির্দেশনা থাকলে কমিটি সে অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

১৯. **শিক্ষা কার্যক্রম ও কারিকুলাম ঃ**

জাতীয় বিশেষ শিক্ষা কেন্দ্র বা যথাযথ কর্তৃপক্ষ প্রণীত এবং জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশনের পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদিত কারিকুলাম সকল বুদ্ধি/অটিষ্টিক বা শ্রবণ বা দৃষ্টি প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়ের জন্য সমভাবে প্রযোজ্য হবে।

২০. **বেতন ভাতাদির সরকারি অংশ সাময়িকভাবে বন্ধ, কর্তন ও বাতিলকরণ ঃ**

২০.১. সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় বা শতভাগ বেতন-ভাতা প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ নিম্নোক্ত কারণে কোন বেসরকারি প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও কর্মচারীদের বেতন-ভাতাদির সরকারি অংশের বরাদ্দ নির্দিষ্ট সময়ের জন্য সাময়িকভাবে বন্ধ, আংশিক বা সম্পূর্ণ কর্তন কিংবা বাতিল করতে পারবেন ঃ—

(ক) এই নীতিমালায় বর্ণিত আবশ্যকীয় শর্ত পূরণ না করলে।

(খ) ভূয়া তথ্য প্রদান, ভূয়া শিক্ষক নিয়োগ, ভূয়া ছাত্র-ছাত্রী, বিষয় (শাখা) প্রদর্শন, পরীক্ষায় (এসেসমেন্ট) অসদুপায় অবলম্বন এবং আপীল কমিটির সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন না করলে;

(গ) সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় বা শতভাগ বেতন ভাতা প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ, জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন বা অন্য কোন উপর্যুক্ত কর্তৃপক্ষের নিরীক্ষা ও তদন্ত প্রতিবেদনে প্রাপ্ত অনিয়মের কারণে।

২০.২. উপর্যুক্ত ক্ষেত্র বিবেচনায় সরকারি নির্দেশনা মতে বেতন ভাতাদি সম্পূর্ণ বন্ধ, কর্তন ও বাতিল, এক বা একাধিক শিক্ষক ও কর্মচারী কিংবা সম্পূর্নভাবে এক বা একাধিক বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে পারবে।

২০.৩. বন্ধ করা বেতন ভাতাদির সরকারি অংশের কোন বকেয়া প্রদান করা হবে না।

২০.৪. কোন শিক্ষক ও কর্মচারী/ভূয়া প্রতিষ্ঠানের বেতন ভাতাদির সরকারি অংশের বরাদ্দ উল্লিখিত কারণে সম্পূর্ণরূপে বাতিল করা হলে সে শিক্ষক ও কর্মচারীকে/প্রতিষ্ঠানকে পুনরায় বেতন ভাতাদির সরকারি অংশ বরাদ্দ করা হবে না।

২০.৫. এ অনুচ্ছেদের বা এর বর্ণিত পদ্ধতিতে নিরীক্ষা ও তদন্ত প্রতিবেদনে উল্লেখিত অনিয়ম ও ত্রুটি দূরীকরণ এবং আরোপিত শর্তাদি (যদি থাকে) পূরণ করিবার জন্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান, শিক্ষক বা কর্মচারীকে তিন মাসের সময় প্রদান করা যাবে। নির্ধারিত সময়ে শর্তাদি ও ত্রুটি দূরীকরণের ব্যর্থতায় উপর্যুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

২১. **আপীল ঃ**

কোন বিদ্যালয় বা শিক্ষক ও কর্মচারীদের বেতন ভাতাদির সরকারি অংশ সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় বা শতভাগ বেতন ভাতা প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সাময়িকভাবে বন্ধ, আংশিক বা সম্পূর্ণ বাতিলের বিরুদ্ধে নিম্নোক্তভাবে সরকারের নিকট আপীল করা যাবে ঃ

২১.১. সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ের প্রধান বা শিক্ষক ও কর্মচারী কর্তৃক শতভাগ বেতন ভাতা প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের নিকট উপযুক্ত কারণ ও প্রমাণাদি সহকারে তিন মাসের মধ্যে আবেদন জানাতে হবে।

২১.২. আপীল সম্পর্কিত বিষয়ে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত নিম্নোক্ত কমিটি সংশ্লিষ্ট বিধি বিধান অনুযায়ী বিষয়টি চূড়ান্তভাবে নিষ্পত্তির জন্য সুপারিশ প্রদান করবে ঃ—

সচিব, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়	সভাপতি
যুগ্ম-সচিব(উন্নয়ন), সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়	সদস্য
উপ-সচিব(প্রতিষ্ঠান), সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়	সদস্য
উপ-পরিচালক(প্রশাসন), জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন	সদস্য
উপ-পরিচালক (সংশ্লিষ্ট জেলা), সমাজসেবা অধিদফতর	সদস্য
সিঃ সহঃ সচিব/সহঃ সচিব(প্রতিবন্ধী বিষয়ক শাখা), সকম	সদস্য-সচিব

২১.৩. উক্ত কমিটির সুপারিশ পর্যালোচনান্তে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় বিষয়টি নিষ্পত্তি করবে।

২২. **শৃংখলা ঃ**

২২.১. **শাস্তি ঃ** কোন শিক্ষক যদি এ নীতিমালার কোন বিধান লঙ্ঘন করেন অথবা যদি অদক্ষতা, দুর্নীতি, কর্তব্যে অবহেলার জন্য দোষী সাব্যস্ত হন, অথবা বিদ্যালয়ের স্বার্থহানিকর কোন কাজ করেন অথবা পেশাগত অসদাচরণের দায়ে দোষী সাব্যস্ত হন তবে নিম্নের যে কোন এক বা একাধিক শাস্তি আরোপ করা যেতে পারে ঃ

(ক) তিরস্কার;

(খ) নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বেতন ভাতা স্থগিত রাখা;

(গ) কর্তব্যে অবহেলাজনিত কারণে বিদ্যালয়ের কোন আর্থিক ক্ষতি হয়ে থাকলে তা সম্পূর্ণ বা তার কিয়দংশ বেতন থেকে আদায় করা;

(ঘ) চাকুরি হতে অপসারণ;

(ঙ) চাকুরি হতে বরখাস্ত (ভবিষ্যতে সরকারি চাকরি বা আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত প্রতিষ্ঠানে চাকরি পাওয়ার জন্য অযোগ্য বলে বিবেচিত হবে)।

২২.২. **পেশাগত অসদাচরণ বলতে বুঝাবে ঃ**

(ক) শ্রেণী কক্ষে উপস্থিতির ক্ষেত্রে ও অন্যান্য দায়িত্ব পালনকালে সময়ানুবর্তিতার অভাব ;

(খ) বিনা অনুমতিতে কর্তব্যকাজে অনুপস্থিতি ;

(গ) ছুটিতে গিয়ে অননুমোদিতভাবে অতিরিক্ত ছুটি ভোগ করা ;

(ঘ) ব্যক্তিগত সুবিধালাভের উদ্দেশ্যে এমন কোন কাজ করা যা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে শিক্ষক বা ছাত্র/ছাত্রীর এক অংশকে অন্য অংশের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে বা করতে প্রভাবিত করে ;

(ঙ) শিক্ষক বা ছাত্র/ছাত্রীর মধ্যে বিশৃঙ্খলা বা নৈতিক অবক্ষয় সৃষ্টি করে এমন কোন কাজে লিপ্ত হওয়া ;

(চ) ম্যানেজিং কমিটি বা প্রধান শিক্ষকের আইনসঙ্গত নির্দেশ অমান্য করা ;

ছ) বিদ্যালয়ের সম্পত্তির অপব্যবহার ; এবং

(জ) এরূপ কার্য করা যা বিদ্যালয়ের স্বার্থ হানিকর বলে বিবেচিত।

২২.৩. **শাস্তি প্রয়োগের ক্ষমতা ঃ**

(ক) এই নীতিমালা অনুযায়ী, শাস্তি প্রদানের ক্ষমতা নিয়োগদানের ক্ষমতাসম্পন্ন কর্তৃপক্ষের উপর ন্যস্ত থাকবে।

(খ) শৃঙ্খলা ভঙ্গের কারণে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ শিক্ষকের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবেন এ ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় তথ্যের সমর্থন ও ব্যবস্থাপনা কমিটির সভার সিদ্ধান্ত থাকতে হবে। তবে কোন শিক্ষককে লিখিতভাবে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ না দিয়ে কোন শাস্তি আরোপ করা যাবে না। প্রয়োজনে অভিযোগের বিষয়ে তদন্ত করে ব্যবস্থা নিতে হবে।

২৩. **নীতিমালার কার্যকারিতা ঃ** এ নীতিমালা নিম্নরূপভাবে কার্যকর হবে ঃ

২৪.১. এ নীতিমালা কার্যকর হবার পূর্বে বলবৎ বিধিবিধান, নীতিমালা অনুযায়ী বুদ্ধি/অটিস্টিক বা শ্রবণ বা দৃষ্টি প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও কর্মচারী নিয়োজিত হলে, কর্মরত থাকলে ও বেতন ভাতাদির সরকারি অংশ পেলে সেখানে তাদের বেতন স্কেল প্রদান করা হবে বা ভাতাদির সরকারি অংশ প্রদান অব্যাহত থাকবে।

২৪.২. বেতন ভাতাদির সরকারি অংশ প্রদান এবং জনবল কাঠামো, পাঠক্রম, পাঠ্যসূচী ইত্যাদি সম্পর্কিত কোন ব্যাখ্যার প্রয়োজন হলে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের নিকট হতে তা গ্রহণ করতে হবে।

২৪.৩. এ নীতিমালা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

২৪. **পরিদর্শন** ঃ (১) সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি, সমাজসেবা অধিদপ্তরের প্রতিনিধি, জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক বা তাহার প্রতিনিধি, স্থানীয় জেলা প্রশাসক বা তাহার প্রতিনিধি ও উপ-পরিচালক, জেলা সমাজসেবা কার্যালয় বা তাহার প্রতিনিধি বিদ্যালয়সমূহ পরিদর্শন করিতে পারিবেন। তবে সমাজসেবা অধিদফতরের সংশ্লিষ্ট উপ-পরিচালক এবং উপজেলা সমাজসেবা অফিসার বাধ্যতামূলকভাবে প্রতি ৩ মাসে বিদ্যালয়সমূহ পরিদর্শন করিবেন।

(২) পরিদর্শনকারী কর্মকর্তাগণ পরিদর্শন শেষে ব্যবস্থাপনা পরিচালক, জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন -এর নিকট একটি প্রতিবেদন প্রেরণ করিবেন। তিনি মতামতসহ প্রতিবেদনের সার-সংক্ষেপ পরিচালক মন্ডলীর সভায় উপস্থাপন করিবেন।

২৫. **রহিতকরণ** ঃ এ নীতিমালা কার্যকর হবার পূর্বে জারীকৃত সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের এতদ্‌সংক্রান্ত সকল আদেশ ও নীতিমালায় বর্ণিত বেসরকারী যে কোন বুদ্ধি বা শ্রবণ বা দৃষ্টি প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়ের সাথে বেতন ভাতাদির এবং জনবল কাঠামো সম্পর্কিত সংশ্লিষ্ট অংশসমূহ বাতিল বলে গণ্য হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

কামরুন নেসা খানম
সচিব।

অনুচ্ছেদ নং ৩(৩) দ্রষ্টব্য

১.১. "প্রতিবন্ধী" অর্থ এমন ব্যক্তি যিনি—

জন্মগতভাবে বা রোগাক্রান্ত হয়ে, বা দুর্ঘটনায় আহত হয়ে, বা অপচিকিৎসায়, বা অন্য কোন কারণে দৈহিকভাবে বিকলাঙ্গ বা মানসিকভাবে ভারসাম্যহীন; এবং

উক্তরূপ বৈকল্য বা ভারসাম্যহীনতার ফলে—

(অ) স্থায়ীভাবে আংশিক বা সম্পূর্ণ কর্মক্ষমতাহীন; এবং

(আ) স্বাভাবিক জীবনযাপনে অক্ষম।

১.২. উপ-ধারা (১) এ বর্ণিত সংজ্ঞার আওতায় নিম্নবর্ণিত যে কোন প্রতিবন্ধীরাও অন্তর্ভুক্ত ঃ-

(ক) দৃষ্টি প্রতিবন্ধী, অর্থাৎ যা—

(অ) এক চোখের দৃষ্টি শক্তি নাই; বা

(আ) উভয় চোখের দৃষ্টি শক্তি নাই; বা

(ই) ভিজুয়েল এ্যাকুইটি, যথাযথ লেন্স ব্যবহার করা সত্ত্বেও, ৬/৬০ অথবা ২০/২০০(লেন্সের পদ্ধতি) অতিক্রম করে না ; বা

(ঈ) দৃষ্টিসীমা ২০ ডিগ্রী কোণের বিপ্রতীব কোণের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে।

(খ) শারীরিক প্রতিবন্ধী, অর্থাৎ যার—

(অ) একটি বা উভয় হাত নাই; বা

(আ) কোন হাত পূর্ণ বা আংশিকভাবে অবশ বা স্বাভাবিক মাত্রা অপেক্ষা এইরূপ দুর্বল যে, উপ-ধারা (১) এর (ক) ও (খ) দফায় বর্ণিত অবস্থা তাহার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য; বা

(ই) একটি বা উভয় পা নাই; বা

(ঈ) কোন পা পূর্ণ বা আংশিকভাবে অবশ বা স্বাভাবিক মাত্রা অপেক্ষা এরূপ দুর্বল যে, উপ-ধারা (১) এর (ক) ও (খ) দফায় বর্ণিত অবস্থা তাহার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য; বা

(উ) শারীরিক গঠন বিকৃত বা অস্বাভাবিক; বা

(ঊ) স্নায়ুবিক বৈকল্যের কারণে স্থানীয়ভাবে শারীরিক ভারসাম্য নাই;

(গ) শ্রবণ প্রতিবন্ধী, অর্থাৎ যাহার অপেক্ষাকৃত সুস্থ কানের শ্রবণ ক্ষমতা, সাধারণ কথোপকথন শ্রবণের ক্ষেত্রে, ৪০ ডেসিবল (ধ্বনির একক) বা ততোধিক মাত্রায় নষ্ট, ক্ষতিগ্রস্ত বা অকার্যকর;

(ঘ) বাক প্রতিবন্ধী, অর্থ যার স্বাভাবিক অর্থবোধক ধ্বনি উচ্চারণ করার ক্ষমতা সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে বিনষ্ট বা অকার্যকর;

(ঙ) বুদ্ধি প্রতিবন্ধী, অর্থাৎ যার—

(অ) বয়ঃবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে স্বাভাবিক বুদ্ধির পূর্ণতা ঘটে নাই বা যাহার বুদ্ধাংক স্বাভাবিক মাত্রা অপেক্ষা কম; বা

(আ) মানসিক ভারসাম্য নাই বা সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে নষ্ট হয়েছে;

(চ) বহুমাত্রিক প্রতিবন্ধী, অর্থাৎ যাহার উপরি-উল্লিখিত একাধিক প্রতিবন্ধিতা রয়েছে;

(ছ) সমন্বয় কমিটি কর্তৃক ঘোষিত অন্য কোন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে অথবা ব্যক্তির গ্রুপকে বুঝাবে

১.৩. **অটিজম**—অটিজম অর্থ ব্রেনের স্বাভাবিক বিকাশের প্রতিবন্ধকতা যা একটি শিশুর জন্মের ৩(তিন) বছরের ভিতর প্রকাশ পেয়ে থাকে। এ আক্রান্ত শিশু/ব্যক্তি তার বয়সোপযোগী মৌখিক/অমৌখিক যোগাযোগ, সামাজিক আচরণ, ভাব বিনিময় ও কল্পনাযুক্ত খেলাধুলা করতে পারে না এবং একই ধরণের আচরণের পুনরাবৃত্তি ঘটায়। অটিস্টিক শিশুদের চেহারা বা অবয়ব স্বাভাবিক শিশুদের মত এবং সাধারণত: তাঁদের শারীরিক কোন সমস্যা থাকে না। অনেক প্রতিভাবান অটিস্টিক শিশুদের মাঝে ছবি আঁকা, গান, কম্পিউটার কিংবা গণিত বিষয়ে অনেক দক্ষতা থাকে।

তফসিল-'খ'

অনুচ্ছেদ নং-৬ ও ১২ দ্রষ্টব্য

(ক) কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন স্কেল ঃ—

পদবী	শিক্ষাগত যোগ্যতা	বেতন স্কেল (২০০৯ অনুসারে)
১. উপ-পরিচালক	স্নাতকোত্তর অথবা যে কোন বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রীসহ বিএসএড/এমএসএড	১৮৫০০-৮০০×১৪-২৯৭০০/-
২. সিনিয়র সাইকোলজিস্ট/ সিনিয়র ফিজিওথেরাপিস্ট/ সিনিয়র স্পীচ থেরাপিস্ট/সিনিয়র অকুপেশনাল থেরাপিস্ট।	যে কোন অনুমোদিত বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠান হতে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রী এবং প্রযোজ্য প্রতিবন্ধিতা(বুদ্ধি/অটিজম/ বাক ও শ্রবণ/দৃষ্টি) বিষয়ে প্রশিক্ষণসহ ১০(দশ) বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতা সম্পন্ন।	১৫০০০-৭০০×১৬-২৬২০০/-
৩. ফিজিওথেরাপিস্ট/ সাইকোলজিস্ট/স্পীচ থেরাপিস্ট/ অকুপেশনাল থেরাপিস্ট।	যে কোন অনুমোদিত বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠান হতে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রী এবং প্রযোজ্য প্রতিবন্ধিতা(বুদ্ধি/অটিজম/বাক ও শ্রবণ/ দৃষ্টি) বিষয়ে প্রশিক্ষণসহ বাস্তব অভিজ্ঞতা সম্পন্ন প্রার্থী অগ্রাধিকার পাবে।	১২০০০-৬০০×১৬-২১৬০০/-
৪. সিনিয়র শিক্ষা কর্মকর্তা/ সিনিয়র ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক কর্মকর্তা/সিনিয়রতথ্য ও গবেষণা কর্মকর্তা।	যে কোন বিষয়ে অনুমোদিত বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠান হতে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী বা স্নাতকসহ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত এবং প্রতিবন্ধী সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে ১০ (দশ) বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতা সম্পন্ন।	১১০০০-৪৯০×৭-১৪৪৩০-ইবি-৫৪০×১১-২০৩৭০/-
৫. শিক্ষা কর্মকর্তা/ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক কর্মকর্তা/তথ্য ও গবেষণা কর্মকর্তা।	যে কোন বিষয়ে অনুমোদিত বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠান হতে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী বা স্নাতকসহ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত এবং প্রতিবন্ধী সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে বাস্তব অভিজ্ঞতা সম্পন্ন প্রার্থী অগ্রাধিকার পাবে।	৮০০০-৪৫০×৭-১১১৫০-ইবি-৪৯০×১১-১৬৫৪০/-
৬. অফিস সহকারী কাম হিসাব সহকারী/কম্পিউটার অপারেটর।	বাণিজ্যে স্নাতক ডিগ্রী পাস/ কম্পিউটার অপারেটিং-এ পারদর্শী হতে হবে।	৪৭০০-২৬৫×৭-৬৫৫৫ - ইবি-২৯০×১১-৯৭৪৫/-
৭. এম,এল,এস,এস।	অষ্টম শ্রেণী	৪১০০-১৯০×৭-৫৪৩০-ইবি-২১০×১১-৭৭৪০/-

(খ) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক কর্মচারীদের বেতন স্কেল ঃ—

প্রধান শিক্ষক	স্নাতকসহ বিএসএড/এমএসএড এবং প্রযোজ্য প্রতিবন্ধিতা বিষয়ে(দৃষ্টি/বাক ও শ্রবণ/ বুদ্ধি/অটিস্টিক) প্রশিক্ষণ ও ১০(দশ) বছর কাজ করার অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।	১২০০০- ৬০০×১৬- ২১৬০০/-
সিনিয়র সহকারী শিক্ষক	স্নাতকসহ বিএসএড/এমএসএড এবং প্রযোজ্য প্রতিবন্ধিতা বিষয়ে (দৃষ্টি/বাক ও শ্রবণ/বুদ্ধি/অটিস্টিক) প্রশিক্ষণ ও ৭(সাত) বছর কাজ করার অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।	১১০০০- ৪৯০×৭-১৪৪৩০ -ইবি-৫৪০×১১- ২০৩৭০/-
সহকারী শিক্ষক	স্নাতকসহ বিএসএড এবং প্রযোজ্য প্রতিবন্ধিতা বিষয়ে (দৃষ্টি/ বাক ও শ্রবণ/বুদ্ধি/অটিস্টিক) প্রশিক্ষণ থাকতে হবে এবং অভিজ্ঞতা সম্পন্ন প্রার্থীকে অগ্রাধিকার দেয়া হবে।	৮০০০-৪৫০×৭- ১১১৫০-ইবি- ৪৯০×১১- ১৬৫৪০/-
জুনিয়র শিক্ষক/সঙ্গীত ও শরীরচর্চা শিক্ষক।	স্নাতকসহ বিএসএড এবং প্রযোজ্য প্রতিবন্ধিতা বিষয়ে (দৃষ্টি/ বাক ও শ্রবণ/বুদ্ধি/অটিস্টিক) প্রশিক্ষণ থাকতে হবে এবং অভিজ্ঞতা সম্পন্ন প্রার্থীকে অগ্রাধিকার দেয়া হবে।	৬৪০০-৪১৫×৭- ৯৩০৫ ইবি- ৪৫০×১১- ১৪২৫৫/-
শিক্ষা সহকারী (আয়া)	অষ্টম শ্রেণী	৪১০০-১৯০×৭- ৫৪৩০-ইবি- ২১০×১১- ৭৭৪০/-
এম.এল.এস.এস	অষ্টম শ্রেণী	৪১০০-১৯০×৭- ৫৪৩০-ইবি- ২১০×১১- ৭৭৪০/-
নৈশ প্রহরী/ ভ্যানচালক	অষ্টম শ্রেণী	৪১০০-১৯০×৭- ৫৪৩০-ইবি- ২১০×১১- ৭৭৪০/-

বাঃসঃমুঃ-৩৯৫৬কম(ঈ)/২০০৯-১০—২,৫০০বই, ২০১০।

ফরম-১

বেসরকারি প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়সমূহের শিক্ষক/কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন-ভাতা প্রাপ্তির জন্য আবেদন ফরম

১। আবেদনকারী বিদ্যালয়ের/প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা ঃ

২। রেজিস্ট্রেশন প্রাপ্তির বিবরণ ঃ

(ক) কর্তৃপক্ষের নাম ঃ

(খ) রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও তারিখ ঃ

(গ) মেয়াদ ঃ

(ঘ) রেজিস্ট্রেশন নবায়নের স্মারক, নম্বর ও তারিখ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) ঃ

৩। বিদ্যালয়ের শ্রেণী ও শাখা ভিত্তিক প্রতিবন্ধী ছাত্র/ছাত্রীর সংখ্যা ঃ

ক্রমিক নং	শ্রেণী	ছাত্র/ছাত্রীর সংখ্যা	প্রতিবন্ধিতার ধরণ	মন্তব্য

৫। শিক্ষক ও কর্মচারীদের তথ্য ঃ

ক্রমিক নং	নাম ও পদবী	শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা	যোগদানের তারিখ	বর্তমান মূল বেতন (স্কেল সহ)	মন্তব্য

৬। শিক্ষক ও কর্মচারীদের নিয়োগ বিধি অনুযায়ী নিয়োগ প্রদান করা হইয়াছে কিনা? ঃ

৭। শিক্ষক ও কর্মচারীদের সরকার অনুমোদিত জনবল কাঠামো অনুযায়ী নিয়োগ প্রদান করা হইয়াছে কিনা? ঃ

প্রধান শিক্ষকের স্বাক্ষর ও সীল

সার্টিফিকেট

প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, উপরোক্ত তথ্যসমূহ আমার/আমাদের জানামতে সত্য। তথ্যগত কোন ত্রুটির কারণে বেতন-ভাতা অনিয়মতান্ত্রিকভাবে বা অতিরিক্ত পরিমাণে মঞ্জুরীকৃত হলে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তা ফেরত প্রদানে বাধ্য থাকবে।

সভাপতি
ব্যবস্থাপনা কমিটি

সদস্য-সচিব
ব্যবস্থাপনা কমিটি।

৮। সংশ্লিষ্ট উপ-পরিচালক, জেলা সমাজসেবা কার্যালয় -এর সুপারিশ/মন্তব্য ঃ

স্বাক্ষর ও সীল

৯। জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন, ঢাকা এর সুপারিশ/মন্তব্য ঃ

স্বাক্ষর ও সীল
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন।

সংযোজনীসমূহ (নিম্নোক্ত কাগজপত্রাদি সংযোজন করতে হবে) ঃ

(ক) রেজিস্ট্রেশনের প্রমাণপত্র;

(খ) শিক্ষকদের স্বাক্ষর সম্বলিত জীবন বৃত্তান্ত, ছবি ও সার্টিফিকেট সত্যায়িত অনুলিপি;

(গ) ইতোপূর্বে অনুদান প্রাপ্তির স্বপক্ষে প্রমাণাদি;

(ঘ) বর্তমান ব্যাংক স্থিতির প্রমাণপত্র; এবং

(ঙ) অডিট রিপোর্ট ও অন্যান্য কাগজপত্র।